সংবাদ

তারিখ ... 03 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৫ ...

রংপুরে বিয়াম কলেজে দ্বিগুণ ভর্তি ফি আদায়

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রংপুরে জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ এইচএসসি প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে ৬ হাজার স্থলে ১১ হাজার টাকা করে অতিরিক্ত ফি আদায় করছে। তাদের সাফ কথা সরকারি নির্দেশনা তারা মানেন না। ভর্তি হতে হলে ১১ হাজার টাকা দিয়েই ভর্তি হতে হবে। কিন্তু বিপুল পরিমাণ টাকা জোগাড় করতে না পারায় ভর্তি হবার শেষ দিন অনেক শিক্ষার্থী শেষ পর্যন্ত ভর্তি হতে পারেনি। ফলে তাদের লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। সরজমিন ঘুরে দেখা গেছে, ভর্তি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

ভর্তি : ফি আদায়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

রংপুর নগরীর ধাপ লালকুঠি এলাকায় অবস্থিত নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিয়াম স্কুল এন্ড কলেজে এইচএসসি প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে ১১ হাজার টাকা ফি নির্ধারণ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা হচ্ছে কোন অবস্থাতেই শিক্ষার্থীদের কাছে ৬ হাজার টাকার বেশি নেয়া যাবে না। কিন্তু সরকারি নির্দেশকে উপেক্ষা করে কলেজ কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা বেশি করে আদায় করছে। এ ব্যাপারে যেসব শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক প্রতিবাদ করছে তাদের ভর্তি না হয়ে চলে যাবার হুমকি দেয়া হচ্ছে। এদিকে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও স্বল্প আয়ের পরিবারের ছেলেমেয়েরা অতিরিক্ত ফি জোগাড় করতে গিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে। অনেকেই ধার দেনা কিংবা সহায় সম্বল বিক্রি করে ভর্তি ফি প্রদান করলেও অনেকেই আবার টাকা জোগাড় করতে না পারায় ভর্তি হতে পারেনি। এসব শিক্ষার্থীর আকুতি কলেজ কর্তৃপক্ষ পরোয়াই করেনি তারা। এদিকে গতকাল ছিল ভর্তি হবার শেষ তারিখ।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কলেজে গিয়ে দেখা গেছে বিভিন্ন এলাকা থেকে ভর্তি হতে আসা শিক্ষার্থীদের ভিড়। রবার্টসনগঞ্জ থেকে শিক্ষার্থী শিল্পী জানালো নগরীর অন্যান্য কলেজে ৬ হাজার টাকা ফি নির্ধারণ করায় সেও ৬ হাজার টাকা নিয়ে ভর্তি হতে এসেছে। কিন্তু এখানে এসে জানতে পারে ১১ হাজার টাকা ছাড়া ভর্তি হওয়া যাবে না। সে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে জানালো, অনেক কষ্টে সে এ টাকা জোগাড় করে এনেছে। এখন কোন অবস্থাতেই আরও অতিরিক্ত ৫ হাজার টাকা জোগাড় করা সম্ভব নয়। একই কথা জানালেন গরিব দর্জির ছেলে মমতাজ, পান দোকানদারের মেয়ে শীলাসহ অনেকেই। একজন অভিভাবক জানালেন, এবার যেহেতু অনলাইনে ভর্তি হবার আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে সে কারণে কলেজও মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই অবস্থায় তার ছেলের নাম এসেছে বিয়াম স্কুল এন্ড কলেজের। এখন সব কলেজে নিচ্ছে ৬ হাজার টাকা আর এরা চাচ্ছে ১১ হাজার টাকা। এত টাকা তাদের পক্ষে কোনভাবেই জোগাড় করা সম্ভব নয়। এভাবেই অনেক অভিভাবক আর শিক্ষার্থী যারা অতিরিক্ত টাকা নিয়ে আসেনি তারা চরম বিপাকে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি করা টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে অনেকেই চলে গেছেন। এদের অনেকেই জানালেন বৃহস্পতিবার ছিল ভর্তি হবার শেষ তারিখ। এখন তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে। তাদের কি লেখাপড়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে?

এসব বিষয়ে কথা বলতে কলেজে ভর্তির দায়িত্বে থাকা দুজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তারা প্রথমেই চরম মিথ্যাচারের আশ্রয় নিলেন। একবার বলেন ৭ হাজার টাকা আবার বলেন সাড়ে ১০ হাজার টাকা। বেশি টাকা নেবার জন্য নানান অজুহাত দেখালেন তারা। একপর্যায়ে তারা বললেন, জেলা প্রশাসক তাদের ১১ হাজার টাকা করে ভর্তি ফি নিতে বলেছেন। এভাবেই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে তারা দাবি করেন। তবে জেলা প্রশাসকের কোন লিখিত নির্দেশনা তারা দেখাতে পারেনি।

এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ সোলায়মান হকের সঙ্গে কথা বলতে তার রুমে গিয়ে দেখা গেল সেখানে তালা ঝুলছে। একজন কর্মচারী বললেন, উনি বাইরে গেছেন কখন আসবেন বলে যাননি। দুপুর পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত কথা বলা সম্ভব হয়নি। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অতিরিক্ত ফি আদায়ের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না এবং তাদের তোপের মুখ থেকে রক্ষা পেতে কলেজের অধ্যক্ষ তার কক্ষে তালা দিয়ে সটকে পড়েছেন।

এ ব্যাপারে কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি রংপুরের জেলা প্রশাসক রাহাত আনোয়ারের সঙ্গে তার অফিস কক্ষে কথা বলতে গেলে তিনি সংবাদকে জানান, সরকার নির্ধারিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় করার বিষয়টি তিনি জানেন না। কারণ কয়েকদিন আগে তিনি এ পদে যোগ দিয়েছেন।